গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০০৩.২৪-২৯৭

তারিখ: ২৭ চৈত্র ১৪৩১ / ১০ এপ্রিল ২০২৫

বিষয়: শুষ্ক মৌসুমে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে পরিবেশ দূষণ রোধে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্র: এ বিভাগের সভার কার্যবিবরণীর স্মারক নং ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০০৩.২৪-১২৩৪, তারিখ: ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শুষ্ক মৌসুমে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে পরিবেশ দূষণ রোধে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ করা হয় (কপি সংযুক্ত)।

২। বর্ণিতাবস্থায় উল্লিখিত সভায় গৃহিত তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ১০ এপ্রিল ২০২৫ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য (সফটকপি ও হার্ডকপি ই-মেইলে) নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

১০/৪/২০২৫

(মাহবুবা আইরিন)
যুগ্মসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd

বিতরণ-কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ/ঢাকা উত্তর/নারায়ণগঞ্জ/গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
৫. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
৬. চেয়ারম্যান, রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার, আগারগাঁও, ঢাকা।
৭. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা।
৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৯. অধ্যাপক ড. জি এম তারেকুল ইসলাম, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
১০. প্রশাসক, সাভার/তারাব পৌরসভা।
১১. পরিচালক, বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইন্ডিজেনাস নলেজ (বারসিক)।
১২. জনাব ইফতেখার এনায়েতউল্লাহ, ম্যানেজিং পার্টনার, ওয়েস্ট কনসার্ন কনসালটেন্টস।

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। অফিস কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

বিষয়ঃ শুষ্ক মৌসুমে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে পরিবেশ দূষণ রোধে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : সচিব (রুটিন দায়িত্ব)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
তারিখ ও সময় : ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার, বেলা ৩.০০ ঘটিকা
স্থান : সভাকক্ষ, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন, শুষ্ক মৌসুমে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে পরিবেশ দূষণ রোধে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভায় মাননীয় উপদেষ্টা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকলে উপস্থিত রয়েছেন। তিনি সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনসহ সভাটি পরিচালনা করার জন্য যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১)-কে অনুরোধ জানান।

২. সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১) সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, শীতকালে পরিবেশ দূষণের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। ফলে এই সময়ে পরিবেশ দূষণের নেতিবাচক প্রভাব আরও প্রকট আকার ধারণ করে। বায়ুদূষণ, জলদূষণ, আবর্জনা, শব্দ, প্লাস্টিক, মাটি, তেজস্ক্রিয় দূষণ, তাপ বা আলোক দূষণ এর কারণে প্রতিনিয়ত জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন। ভৌগলিক কারণে প্রতিবছর শীতের সময় ঢাকা এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে বায়ুদূষণ বেড়ে যায়। নির্মাণকাজ, ইটভাটা ও শিল্প কারখানা, যানবাহন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং রিজিওনাল এয়ার পলুশনসহ নানা কারণে এই দূষণ ঘটে। তিনি বায়ু দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ এ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সভাকে অবহিত করেন। তিনি বলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২' এর বিধি-১০ এ উল্লেখ করা হয়েছে, "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও নির্মাণ কার্য নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা এই বিধিমালায় নির্ধারিত মানমাত্রা, নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় সুপারিশকৃত কর্মপদ্ধতিসমূহ মানিয়া চলিবে"। উক্ত বিধিমালার বিধি-১০(৩) মোতাবেক "স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীন সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে এ বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত মানমাত্রা, নির্দেশনা, বিধি-নিষেধ প্রতিপালন ও প্রয়োগের মাধ্যমে আওতাধীন এলাকায় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা করিবে"। অতঃপর তিনি বায়ুদূষণ প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, মাননীয় উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়-এর গত ১৬ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের ডি.ও পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে বায়ুদূষণ (ধুলিদূষণ) নিয়ন্ত্রণে বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২, জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা এবং বায়ুদূষণ রোধ নির্দেশিকা এর আলোকে ১১টি সুপারিশ/কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন এলাকায় ময়লা-আবর্জনা, পৌরবর্জ্য, গাছের লতাপাতা এবং বায়োমাস উন্মুক্তভাবে পোড়ানো নিষিদ্ধ করে এ বিভাগ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখের ৮৮ নম্বর স্মারকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। নির্মাণ বা মেরামত কার্যক্রমের জন্য রাস্তা ও ফুটপাত খোড়াখুড়ি, সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে বহুতল ভবনসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বায়ুদূষণ রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখের ১৪৩৫ নং স্মারকে প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সকল সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা/রাজশাহী ওয়াসা/চট্টগ্রাম ওয়াসা ও খুলনা ওয়াসা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়-এর ১২ (বার) টি সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে ১১৪ নম্বর স্মারকে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সর্বশেষ ধুলাবালি থেকে নগরবাসীকে রক্ষা, বায়ু দূষণ রোধসহ বায়ুমান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগ হতে ইত:পূর্বে প্রেরিত নির্দেশনাসহ (১) শিল্প কারখানা এবং যানবাহনের নির্গমন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণ করা; (২) মাটি ঢাকার জন্য বৃক্ষ রোপন এবং সবুজায়ন কার্যক্রম গ্রহণ; (৩) উন্মুক্ত জায়গায় ময়লা আবর্জনা ও বর্জ্য পোড়ানো বন্ধে কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; (৪) দূষণ নিয়ন্ত্রণে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে সচেতনতা কর্মসূচি এবং(৫) প্রধান প্রধান সড়ক এলাকায় প্রতিদিন দুইবার পানি ছিটানোর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ০৫ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ১২০২ নম্বর স্মারকে সকল সিটি কর্পোরেশনকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, শুষ্ক মৌসুমে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে পরিবেশ দূষণ রোধে ইটভাটা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, পরিবহন খাতের সংস্কার, সড়ক ও নির্মাণকাজের ধুলো নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষ রোপন ও সবুজায়ন, সচেতনতা ও আইন প্রয়োগ প্রযুক্তি ও গবেষণার ব্যবহার ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধে সম্ভাব্য সমাধান করা যায় মর্মে তিনি সভায় উল্লেখ করেন।

৩. পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বায়ু দূষণ সম্পর্কে একটি presentation সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ঢাকার বার্ষিক বায়ুমান (পিএম ২.৫) ৮০-১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মানমাত্রার চেয়ে অনেক গুণ বেশী। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকা শহরে ৫টি সহ সারা দেশে ৩১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে এবং রিয়েল টাইম ভিত্তিতে AQI প্রদর্শিত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর অধীনে বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা প্রতিপালন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০২৪-২০৩০) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থা করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় হতে সম্প্রতি গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে নতুন ইটভাটার পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান স্থগিত করা হয়েছে, ব্রিক ফ্রি জোন ঘোষণার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ইকোনমিক লাইফ অতিক্রান্ত হয়েছে এমন বাসসহ যানবাহনকে রাস্তা থেকে প্রত্যাহারের জন্য বাস মালিকদের গত অক্টোবর থেকে ৬ মাস সময় দেওয়া হয়েছে। সরকারি নির্মাণ কার্যক্রমে ইটের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব ব্লক ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহকে তাগিদ দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় Bangladesh Clean Air Project (BCAP) গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসহ বায়ুদূষণকারী বড় বড় শিল্প কারখানার দূষণ মনিটরিং ব্যবস্থা স্থাপন, বিআরটিএ-কে যানবাহনের দূষণ পরীক্ষার জন্য ৮টি Vehicle Inspection Centre স্থাপন, ডিটিসিএ এর আওতায় বাস সার্ভিস আধুনিকীকরণ ও ইলেকট্রিক বাস সার্ভিস প্রচলন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৪. প্রতিবেশ ও বৈচিত্র বিষয়ক গবেষক এবং পরিচালক, বারসিক বলেন, বর্তমানে নগরবাসী চিকিৎসকদের কাছে বিভিন্ন রোগ নিয়ে যাচ্ছে যার অধিকাংশই দূষণের কারণে ঘটছে মর্মে চিকিৎসকদের কাছ থেকে জানা যায়। বায়ু দুষণে পানি ছিটানোর বিকল্প নেই। এজন্য পানি কোন উৎস থেকে আসবে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, নগরীর দূষণ রোধে সকাল ৬.০০ টার আগে এবং রাত ৯.০০ টার পর পানি ছিটাতে হবে। দূষণ রোধে গাছের উপর থেকে পানি ছিটাতে হবে যাতে গাছের পাতায় যে ধুলিকণা লেগে থাকে তা পরিস্কার হয়ে যাবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে বাচ্চাদের জন্য বাজারে কোন মাস্ক নেই। দূষণের হাত থেকে বাচ্চাদের রক্ষার জন্য মাস্ক ব্যবহার এবং বাচ্চাদের মাস্ক তৈরির জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানান।

৫. . চেয়ারম্যান, রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার, দূষণ রোধে মহানগরীতে চারবার পানি ছিটানোর জন্য মতামত প্রদান করেন। তিনি বলেন, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন কর্মীগণ রাস্তা পরিষ্কার করে রাস্তার পাশে ময়লা-আবর্জনা রাখার ফলে দূষণ ঘটে। এ বিষয়ে নজর দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, যেখানে দূষণ বেশি হয় সেখানে পানি ছিটাতে হবে। বিশেষ করে বেড়িবাধ, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ এলাকায় প্রচুর ধুলাবালি এসব এলাকায় পানি ছিটাতে হবে। তিনি আরো বলেন, উত্তরা থেকে মিরপুর ডিওএইচ এর সংযোগ সড়ক, ৬০ ফিট এলাকা ও দিয়াবাড়ি পর্যন্ত রাস্তা খোড়াখুড়ি এবং নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ না হওয়ায় এসব রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী এবং দূষণ মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌছাছে। এসব বিষয়ে জরুরি ব্যবস্থা নিতে হবে।

তাছাড়া, বেড়িবাধ থেকে বালির গদি অপসারণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। শিল্প-কারখানা থেকে যে ধোয়া আছে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় কী না, কীভাবে করা যায় এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি মত প্রদান করেন।

৬. সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্সটিউট অব প্লানার্স বলেন, ঢাকা শহরকে ১৫ ভাগ সবুজায়ন, ১০-১২ ভাগ জলাভূমি নিশ্চিতের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে একযোগে কাজ করতে হবে।

৭. অর্থনীতিবিদ, আইজিএস বলেন, সম্প্রতি মিরপুরের ৮ (আট) টি বাসা বাড়িতে গবেষণা চাল চালানো হয়। গবেষণায় দেখা যায়, বাসা বাড়িতেও বায়ু দূষণ হয়। বাসা-বাড়িতে বায়ু দূষণ সমস্যা সমাধানের জন্য Air Purifier ব্যবহার করলে বায়ু দূষণ কমে যাবে। Air Purifier এর মূল্য বর্তমানে ১৭,০০০ (সতের হাজার) টাকা। Air Purifier-কে Medical Instrument হিসেবে বিবেচনা করলে এর মূল্য দাড়াবে ১১,০০০ (এগার হাজার) টাকা। ফলে সকলেই এটা ব্যবহার করতে পারবে এবং বাসা-বাড়িতে দূষণ কমবে। এজন্য Air Purifier এর শুল্ক কমানোর জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

৮. নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বলেন, বায়ু দূষণ রোধে জরুরী ভিত্তিতে (১) রাস্তার পাশে পার্ক/খেলার মাঠের কাঁচা অংশে ঘাস রোপন; (২) সকল ধরনের নির্মাণ সামগ্রী ঢেকে পরিবহণ করা এবং স্তুপকৃত নির্মাণসামগ্রী ঢেকে রাখা; (৩) কুয়াশা সৃষ্টিকারী ওয়াটার ক্যানোনের মাধ্যমে পানি ছিটানো; (৪) কারখানা/ইটভাটার চিমনীতে ফিল্টারিং-এর ব্যবস্থা করা এবং উন্মুক্ত স্থানে পাতা/প্লাস্টিক পোড়ানো বন্ধ করার জন্য মতামত প্রদান করেন।

৯. ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ এবং অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বলেন, ধূলিকনা থেকে সৃষ্ট দূষণের চেয়ে জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে সৃষ্ট দূষণ বেশি ক্ষতিকর। বাংলাদেশে যে বায়ুদূষণ ঘটে তার দুই তৃতীয়াংশ শীতের সময় সৃষ্টি হয়। যেসকল শিল্প কারখানার তৈরি গাড়ি থেকে কালো-ধোয়া নির্গত হওয়ার মাধ্যমে দূষণ সৃষ্টি হয় তা বন্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, বায়ু দূষণ রোধে স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনার পাশাপাশি দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ লক্ষ্যে উন্মুক্ত বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ করতে হবে; শিল্প কারখানা হতে নির্গত কালো ধোয়া বন্ধ করতে হবে; পোড়ানো ইটভাটার পরিবর্তে পরিবেশ বান্ধব ব্লক ব্যবহার করতে হবে; Indoor জ্বালানী দূষণ কমাতে হবে।

১০. নগর পরিকল্পনাবিদ, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন বলেন, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন পাশেই ধলেশ্বরী নদী বিধৃত এলাকায় অনেক ইটভাটা এবং বেশ কিছু সিমেন্ট ফ্যাক্টরি গড়ে উঠেছে। এসব ইটভাটার কারণে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশণের দূষণের মাত্রা মাত্রাতিরিক্ত অবস্থায় পৌঁছেছে। তিনি নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনকে দূষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

১১। অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, Construction (নির্মাণ) এর জন্য যে দূষণ হয় তা নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে তিনি মতামত প্রদান করেন।

১২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বলেন, ইকোনমিক লাইফ অতিক্রান্ত হয়েছে এমন বাসসহ যানবাহনকে রাস্তা থেকে প্রত্যাহারের লক্ষ্যে বিআরটিএ-কে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় হতে গত অক্টোবরে যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে। ঢাকা শহরের দূষণ রোধে মেয়াদোত্তীর্ণ বাস রাস্তা থেকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাস মালিকদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, আর্থিকভাবে সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে সম্প্রতি সভা করা হয়েছে। সড়কে মেয়াদোত্তীর্ণ বাস/ট্রাক তুলে দেয়ার লক্ষ্যে নিয়মিত বিআরটিএ'র ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা অভিযান চালানো হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২১ (একুশ) টি যানবাহন সড়ক থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। সারাদেশে ৯৫ (পঁচানব্বই) টি Mobile Vehicle এর মাধ্যমে অভিযান চালানো হচ্ছে।

১৩. অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক), ঢাকা মেট্রোপলিট্রন পুলিশ বলেন, ঢাকা শহরে ট্রাকসমূহের প্রবেশ পয়েন্ট গুলোতে ট্রাফিক পুলিশের উপস্থিতির মাধ্যমে বালুর ট্রাক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করা হয়। ঢাকা শহরের ৩৮ (আটত্রিশ) টি পয়েন্টে তাদের ট্রাফিক পুলিশ থাকে সেই প্রবেশ পথ দিয়ে এরকম কোন ট্রাক ঢাকায় প্রবেশ করতে পারে না। মূলত রাত ১০.০০ টার পর যখন পুলিশ এসব পয়েন্টে থাকে না তখন তারা প্রবেশ করে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

১৪. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধে ডিএমটিসিএল কর্তৃপক্ষ ২০ (বিশ) কিলোমিটার রাস্তায় ২০,৭০০ (বিশ হাজার সাতশত) গাছ রোপন করা হয়েছে।

১৫. মাননীয় উপদেষ্টা, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বলেন, ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে যে বায়ুদূষণ তা রাতারাতি সমাধান করা সম্ভব নয়। ঢাকা শহরের যে খোঁড়াখুড়ি হয় তা সমন্বিতভাবে করার জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন। রাস্তা খোঁড়াখুড়ি সমন্বয়ের জন্য সিটি কর্পোরেশনকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। কোনো কর্তৃপক্ষ তার কাজের জন্য রাস্তা খোঁড়াখুড়ি করতে চাইলে সিটি কর্পোরেশনের অনুমতি নিতে হবে। নির্মাণ সামগ্রী এর বিষয়ে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-কে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ঢাকা শহরের অবৈধ দখলকৃত জায়গাগুলো উদ্ধার করে পার্ক/খেলার মাঠ করে সবুজায়নের মাধ্যমে দূষণ রোধ করতে হবে। তিনি বর্ষা মওসুম আসার আগ পর্যন্ত বায়ু দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৬. মাননীয় উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, আজকের সভাটি পরিবেশ দূষণ রোধে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত হলেও সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা শহরের বায়ুদূষণের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় ঢাকা মহানগরীর বায়ুদূষণ রোধে করণীয় নির্ধারণে আজকের সভায় আলোচ্য বিষয় হতে পারে। বায়ুদূষণ পুরোপুরিভাবে আমাদের সৃষ্ট না, এটা একটি ট্রান্স বাউন্ডারি সমস্যা। ঢাকা শহরের যে দূষণ তার ৩০-৪০ শতাংশ ঢাকার বাইরে থেকে আসছে। এই দূষণ রোধে রাতারাতি সহজ কোন সমাধান নেই। স্বল্প মেয়াদে বায়ু দূষণ রোধে যে দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে তা কমানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। ঢাকার প্রবেশ পথ (যেমন: গাবতলী, নারায়ণগঞ্জ) থেকে যে ট্রাকগুলো বালু নিয়ে ঢাকায় প্রবেশ করে সেই ট্রাকগুলোতে Cover Sheet দেওয়া হলে দূষণ কমবে। বায়ু দূষণ রোধে Alert System চালু করা হয়েছে; Air Purifier এর শুল্ক কমানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-কে পত্র দেয়া হয়েছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ২০২৫ সালের পর পোড়ানো ইটের পরিবর্তে ব্লক ইট ব্যবহার এবং No Brick Zone নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে টাস্কফোর্স গঠনের যে কথা বলা হয়েছে তা হবে আগামী বর্ষা মওসুম পর্যন্ত। দূষণের জায়গাগুলো চিহ্নিতকরণের জন্য টাস্কফোর্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১৭. সভাপতি বলেন, বায়ুদূষণ রোধে মাননীয় উপদেষ্টা টাস্কফোর্স গঠনের যে নির্দেশনা প্রদান করেন সেই নির্দেশনা অনুযায়ী দ্রুতই টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। তিনি আরো বলেন, দূষণ রোধে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দূষণ সপ্তাহ পালন করা যেতে পারে।

১৮. বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

(ক) শুষ্ক মৌসুমে ঢাকা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বায়ুদূষণ রোধে নিম্নবর্ণিতভাবে টাস্কফোর্স গঠন করা হলো:

১.	সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	আহ্বায়ক
২.	চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৪.	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/পানি সরবরাহ/নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ/ঢাকা উত্তর/গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	সদস্য
৯.	প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর	সদস্য
১০.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা	সদস্য
১১.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)	সদস্য
১২.	প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর/সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
১৩.	অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	সদস্য
১৪.	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন/নগর উন্নয়ন-২/পরিকল্পনা-১/পরিকল্পনা-২ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ	
১৫.	অধ্যাপক ড. জি এম তারেকুল ইসলাম, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য

১৬.	ড. আব্দুস সালাম, অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ এবং ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
১৭.	অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার, চেয়ারম্যান, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ ও বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র এবং ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	সদস্য
১৮.	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্লানার্স	সদস্য
১৯.	চেয়ারম্যান, রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার	সদস্য
২০.	পরিচালক, বারসিক	সদস্য
২১.	জনাব ইফতেখার এনায়েতউল্লাহ, ম্যানেজিং পার্টনার, ওয়েস্ট কনসার্ন কনসালটেন্টস	সদস্য
২২.	যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১ অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য-সচিব

কমিটির কর্মপরিধি (ToR):

ক. বায়ুদূষণ রোধে আশু করণীয় পদক্ষেপ নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;

খ. রাস্তার ধুলাবালি নিয়ন্ত্রণে চিহ্নিত সড়কে নিয়মিত দুইবেলা; প্রয়োজনে আরও অধিক বার পানি ছিটানো (ওয়াসা, সিটি কর্পোরেশন);

গ. ঢাকার বিভিন্ন সড়কে অনাচ্ছাদিত নির্মাণ সামগ্রী সারানো ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান (রাজউক ও পরিবেশ অধিদপ্তর);

ঘ. আগামী ৪ মাসের মধ্যে অনাচ্ছাদিত সড়ক বিভাজন চিহ্নিত করা ও অনাচ্ছাদিত মাটি সবুজে আবৃত করা (সিটি কর্পোরেশন ও বন বিভাগ/অধিদপ্তর);

ঙ. বালু, সিমেন্ট ও ইট পরিবহনকারী ট্রাকের পাটাতন ও উপরিভাগে আচ্ছাদন নিশ্চিত করা এবং সেলক্ষ্যে ঢাকার সকল প্রবেশমুখে ট্রাফিক নজরদারি নিশ্চিত করা (পুলিশ বিভাগ);

চ. আগামী ১০ দিনের মধ্যে বায়ুদূষণ রোধে শিল্পপ্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা এবং দূষণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ (পরিবেশ অধিদপ্তর);

ছ. বায়ুদূষণের জন্য দায়ী কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনে চিহ্নিত কর্মকান্ড ও প্রতিষ্ঠানের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ (পরিবেশ অধিদপ্তর);

জ. সরকারি পর্যায়ে নির্মাণ ও মেরামত কাজে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ও সমন্বয় নিশ্চিত করা;

ঝ. ধুলা সৃষ্টিকারী সকল সড়কের প্রয়োজনীয় মেরামত নিশ্চিত করা (সিটি কর্পোরেশন ও সড়ক বিভাগ);

ঞ. বায়ুদূষণের প্রকোপ থেকে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার (পরিবেশ অধিদপ্তর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়);

ট. বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কর্মকান্ডে শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসীকে সম্পৃক্ত করা;

ঠ. সকল ফিটনেটবিহীন ও দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ড. বায়ুদূষণ রোধে জরুরি বিবেচিত অন্যান্য পদক্ষেপ চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন;

ঢ. প্রতি ১৫ দিন পরপর অগ্রগতি মন্ত্রণালয়কে রিপোর্ট করবে;

ণ. কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারে।

১৯. পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে সভায় অংশগ্রহণ করে মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব (রুটিন দায়িত্ব)
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৮.০০৩.২৪-১২৩৪/১(১৫)

তারিখ: ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ / ১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

বিতরণ-কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সিনিয়র সচিব/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ/ঢাকা উত্তর/নারায়ণগঞ্জ/গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
৫. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/নগর উন্নয়ন/পানি সরবরাহ), স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বিমানবন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
৭. চেয়ারম্যান, রিভার এন্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টার, আগারগাঁও, ঢাকা।
৮. পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি), ঢাকা।
৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১০. যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/নগর উন্নয়ন-২/নগর উন্নয়ন-৩/আইন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
১১. অধ্যাপক ড. জি এম তারেকুল ইসলাম, পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।
১২. উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২/পৌর-১/নগর উন্নয়ন-১/নগর উন্নয়ন-২ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা।
১৩. প্রশাসক, সাভার/তারাব পৌরসভা।
১৪. পরিচালক, বাংলাদেশ রিসোর্স সেন্টার ফর ইন্ডিজেনাস নলেজ (বারসিক)।
১৫. জনাব ইফতেখার এনায়েতউল্লাহ, ম্যানেজিং পার্টনার, ওয়েস্ট কনসার্ন কনসালটেন্টস।
১৬. সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮. অফিস কপি

১৫/১২/২০২৪

(মাহবুবা আইরিন)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৩৩৫৩৬২৫
ইমেইল: lgcc1@lgd.gov.bd